Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-05-2026 19:01 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৪ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫০ সংখ্যা ।। ৪পাতা

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি-রোহিঙ্গাদের জন্য জেলায় জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার', নির্দেশ শুভেন্দু সরকারের

'যুবশক্তির ক্ষমতায়নই লক্ষ্য', রোজগার মেলায় ৫১ হাজার সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র বিলি মোদির

পাক সেনার ট্রেনে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে ঢুকল বালোচ বিদ্রোহী, বিস্ফোরণে নিহত ২৪ জওয়ান

এক ঝলকে বাছাই খবর

মমতাকে ১৫ বছর চুপ থাকার পরামর্শ দিলীপের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী ১৫ বছর 'চুপ করে থাকা'র পরামর্শ দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি মমতাকে প্রায়শ্চিত্ত করারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে গত ১৫ বছরে বিভিন্ন ভুল কাজের জন্য আত্মসমালোচনা করে মানুষের কাছে অপরাধ স্বীকার করার কথাও বলেন দিলীপ।

পুরসভার কাছে সময় চাইলেন অভিষেক

নয়া জামানা ঃ এবার সুর নরম করলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভা তাঁর সম্পত্তির মূল্যায়ণ ও বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙার বিষয়ে নোটিস দিয়েছিল। কালীঘাটে শান্তি নিকেতনের বাড়ির দেওয়ালে নোটিসও লাগিয়ে গিয়েছিলেন পুরসভার আধিকারিকরা।সেই বিষয়ে চিঠি দিয়ে সময় চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক।

শয়ে শয়ে অভিযোগ শংকরের দরবারে

নয়া জামানা ঃ গতবারও তিনি বিধায়ক ছিলেন। এবার বিজেপি সরকার গড়েছে। তিনিও ফের শিলিগুড়ি থেকে জয়ী হয়েছেন। রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শংকর ঘোষ। এবার সাধারণ মানুষের জন্য জনতার দরবার শুরু করলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক। সরাসরি শংকর কর্মসূচিতে হাজির হলেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, জমি বেদখল হয়ে যাওয়া থেকে চাকরি প্রার্থীর আবেদনকারীরা এলেন শঙ্করের দরবারে।

ফলতায় পদ্মঝড়ে ভাঙল 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'

মানস দাস ● নয়া জামানা

নয়া রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী থাকল ফলতা। পুনর্নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে কার্যত ভেঙে পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথাকথিত 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'।লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা শুধু বিধানসভা নয় গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন।ভোট গণনার প্রথম রাউন্ড থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় জনমতের ঝোঁক কোনদিকে। ব্যালট গণনা শেষ হতেই পদ্মফুলের দাপট চোখে পড়ে ফলতা জুড়ে।শুরুতেই প্রায় ৯ হাজার ভোটে এগিয়ে যান দেবাংশু।এরপর প্রতিটি রাউন্ডে বাড়তে থাকে ব্যবধান।শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবধান পৌঁছে যায় লক্ষাধিক ভোটে যা এই নির্বাচনের অন্যতম বড় রেকর্ড হিসেবেই ধরা হচ্ছে।সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, তৃণমূল প্রার্থী 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের ভরাডুবি।পুনর্নির্বাচনের আগেই কার্যত রাজনৈতিক লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।তার প্রভাব পড়ে ভোটবাক্সেও।প্রথম রাউন্ডে মাত্র ২১০টি ভোট পান জাহাঙ্গির।পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সিপিএম ও কংগ্রেস প্রার্থীর থেকেও পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল।শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানেই থামতে হয় শাসকদলের প্রার্থীকে।অন্যদিকে,দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে সিপিএম।দীর্ঘদিন পর ফলতার মাটিতে বামেরা কিছুটা হলেও সংগঠনের অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।তবে তাদের প্রাপ্ত ভোট বিজেপির বিপুল জয়ের সামনে অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।এই ফলাফলের পর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি,দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে বড়সড় বার্তা দিল ফলতা।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভোটের আগে ফলতাবাসীর কাছে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতানোর আবেদন জানিয়েছিলেন।সেই ডাকেই সাড়া দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।ফলতার এই ফলাফল শুধু একটি কেন্দ্রের জয়-পরাজয়ের হিসাব নয় বরং রাজ্যের রাজনৈতিক হাওয়ার পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিজেপির এই জয় আগামী দিনের রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

'বন্দে মাতরম' ইস্যুতে ডিআইদের বৈঠকে ডাকল বিকাশভবন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (ডিআই) সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসতে চলেছে বিকাশভবন।আগামী ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) এবং ২৯ মে (শুক্রবার);এই দুই দিন রাজ্যের সব জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ডিআইদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

স্কুলশিক্ষা ডিরেক্টরেট সূত্রে জানানো হয়েছে, গুগল মিটের মাধ্যমে অথবা নির্দিষ্ট কিউআর কোড স্ক্যান করে বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা।প্রথম দিন অর্থাৎ ২৮ মে উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির ডিআইদের নিয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ। পরদিন, ২৯ মে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির ডিআইরা বৈঠকে

অংশ নেবেন।বিকাশভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুই দিনের বৈঠকে মোট ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যালয়গুলিতে বন্দে মাতরম গান গাওয়ার সূচনা। পাশাপাশি অন্যান্য আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে; গরমের ছুটির পর স্কুল পুনরায় খোলা, সরকারি স্তরে ব্যয় সংকোচন, আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, সরকারি পাঠ্যবই বিতরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রদবদল বা যুক্তিযুক্তকরণ, পেনশন সংক্রান্ত বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি, মানবিক কারণে চাকরির আবেদন এবং ১০০ পয়েন্ট রোস্টার সংক্রান্ত বিষয়।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও নীতিগত বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-05-2026 19:01 Page 2

ভারতে বাড়তে পারে কন্ডোমের দাম !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জের, ভারতে বাড়তে পারে কন্ডোমের দাম! সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ভারতের বৃহত্তম কন্ডোম প্রস্তুতকারক সংস্থা 'ম্যানকাইন্ড ফার্মা' সতর্ক করে দিয়েছে যে, ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে এবং তেলের দাম চড়া থাকে, তবে ভারতে কন্ডোমের দাম বেড়ে যেতে পারে।'ম্যানকাইন্ড ফার্মা', 'ম্যানফোর্স' কন্ডোম বিক্রি করে এবং দেশের কন্ডোম বাজারের প্রায় ৩০ শতাংশ শেয়ার নিজেদের দখলে রেখেছে। সংস্থার পক্ষে জানানো হয়েছে যে, মধ্য এশিয়ায় পরিস্থিতি যদি আরও খারাপের দিকে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত কন্ডোম উৎপাদন ব্যয়ের এই বাড়তি বোঝা গ্রাহকদের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিন মধ্য এশিয়ায় সংঘাত শুরু হয়। তারপর থেকে অপরিশোধিত তেলের দাম ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে 'হরমুজ প্রণালী' সংকটকে কেন্দ্র করে তেলের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের মুখে 'ব্রেন্ট ক্রুড' তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের সীমা ছাড়িয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, তেলের সরবরাহে বিঘ্ন এবং পণ্য পরিবহণ বা শিপিং সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে বিশ্বজুড়েই কাঁচামালের উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে।ম্যানকাইন্ড ফার্মার সিইও শীতল অরোরা রয়টার্সকে জানান যে, আগামী কয়েক মাসের চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত মজুদ বা ইনভেন্টরি বর্তমানে তাদের হাতে রয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যে, অপরিশোধিত তেলের দাম যদি এভাবেই চড়া থাকে, তবে কন্ডোমের দাম বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে।এই ঘটনা স্পষ্ট করছে যে, মধ্য এশিয়ায় সংঘাত এবং তেলের দামের এই বৃদ্ধি কীভাবে এখন ভারতের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।যদিও কন্ডোম মূলত প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, তবুও প্রস্তুতকারকরা কন্ডোম তৈরির ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ, লুব্রিকেন্ট, সিলিকন অয়েল এবং মোড়ক বা প্যাকেজিং সামগ্রীর মতো পেট্রোলিয়াম-নির্ভর বেশ কিছু উপকরণের ওপরও নির্ভর করেন। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উপকরণগুলোর উৎপাদন খরচও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। ফলে তেলের দাম বাড়লে কন্ডোমেরও দাম বাড়তে থাকে। ভারতের বাজারে সর্বাধিক বিক্রিত কন্ডোম ব্র্যান্ডগুলোর অন্যতম হল 'ম্যানফোর্স', বর্তমানে ১০টি কন্ডোমের একটি প্যাকেটের দাম

১০০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে রয়েছে।সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ম্যানকাইন্ড ফার্মার সর্বশেষ ত্রৈমাসিক আয়ের হিসাবে কাঁচামালের খরচ এখনও অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং খরচের বৃদ্ধি ০.৫ শতাংশেরও কম। তবে তেলের সরবরাহে যদি ক্রমাগত বিঘ্ন ঘটতে থাকে, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।এই চাপের প্রভাব কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠান 'কারেক্স' যা বিশ্বের বৃহত্তম কন্ডোম প্রস্তুতকারক এবং 'ডুরেক্স'-এর মতো নামকরা ব্র্যান্ডগুলোর সরবরাহকারী তারাও ঘোষণা করেছে যে, মধ্য এশিয়া উত্তেজনার কারণে পরিবহন ও কাঁচামালের খরচ বেড়ে যাওয়ায় তারা তাদের পণ্যের দাম ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে।সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে সিন্থেটিক রাবার, নাইট্রাইল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এবং সিলিকন তেলের দাম কারেক্সের জন্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হরমুজ প্রণালীর আশেপাশে চলাচল বন্ধ ও বিঘ্ন ঘটার ফলে জ্বালানি সংকট আরও তীব্র হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কন্ডোম বাজার রয়েছে ভারতে। যার আনুমানিক মূল্য ৮৬০ কোটি টাকা থেকে ৮,১৭০ কোটি টাকার মধ্যে এবং বার্ষিক কন্ডোম উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০ কোটি ছাড়িয়ে যায়।রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 'এইচএলএল লাইফকেয়ার' একাই প্রতি বছর প্রায় ২২১ কোটি কন্ডোম উৎপাদন করে থাকে। অন্যদিকে 'ম্যানকাইন্ড ফার্মা' এবং 'কিউপিড লিমিটেড'-এর মতো বেসরকারি কোম্পানিগুলি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রপ্তানি বাজার- উভয় ক্ষেত্রেই পণ্য সরবরাহ করে থাকে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কন্ডোমের দাম সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা মূলত দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত ভোক্তাদের ওপরই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি রাজীব জয়দেবন জানিয়েছেন যে, মধ্য এশিয়ায় সংঘাত এখন গর্ভনিরোধক সামগ্রী উৎপাদনের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং এর ফলে বাজারে কন্ডোমের সংকট দেখা দিতে পারে কিংবা দাম বেড়ে যেতে পারে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, কন্ডোমের দাম বেড়ে গেলে মানুষ হয়তো নিয়মিত সেটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে, যার ফলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের উদ্বেগ বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রএর সুদূরপ্রসারী বা পরোক্ষ প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ, মা ও শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি এবং যৌনবাহিত রোগের প্রকোপ ফের বেড়ে যাওয়া।

গরুর মানসিক চাপ কমাতে বিশেষ হেডসেটের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাশিয়ার একটি খামার তাদের দুগ্ধবতী গাভীগুলোর উদ্বেগ কমাতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেট পরিয়েছে। গরু মানসিক ভাবে শান্ত থাকলে বেশি দুধ দেয়। এই ভাবনা থেকেই আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাদের স্বস্তি দিতে এই উদ্যোগ। হেডসেটের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে গরুরা সবুজ মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। আবদ্ধ খামারের পরিবর্তে তারা একটি শান্ত খোলামেলা সবুজ মাঠে রয়েছে এমনটাই গরুদের বোঝানো হচ্ছে। মস্কোর কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় এমন একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে, যা তাদের মতে, একটি গরুর মানসিক স্থিরতা এবং তার দুধ উৎপাদনের মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখিয়েছে।প্রাথমিক পরীক্ষায় গরুগুলির মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এই পরীক্ষাগুলো মস্কোর রামেনস্কি জেলার রুসমোলোকো খামারে পরিচালিত হয়েছিল।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের দুগ্ধ খামারের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, শান্ত পরিবেশে দুধের পরিমাণ এবং কখনও কখনও গুণমানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।গবেষকরা একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার মাধ্যমে এই পরীক্ষা করবেন।

জানা গেছে, ইতিবাচক ফলাফল অব্যাহত থাকলে প্রকল্পটি নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে।

ওষুধ ছাড়াই কমবে কোলেস্টেরল !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকাল কম বয়সেই অনেকের শরীরে কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর খাবার, শরীরচর্চার অভাব, মানসিক চাপ ও অনিয়মিত জীবনযাত্রার কারণে শরীরে 'খারাপ' কোলেস্টেরল বা এলডিএল বেড়ে যায়। এই কোলেস্টেরল বেশি হলে ধমনীর ভিতরে চর্বি জমতে শুরু করে। ফলে হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সবসময় ওষুধ না খেলেও কিছু সহজ অভ্যাস মেনে চললে কোলেস্টেরল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।প্রথমেই নজর দিতে হবে খাবারের দিকে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থেকে ভাজাভুজি, ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাবার, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত রান্না এবং রেড মিট যতটা সম্ভব কমাতে হবে। এই ধরনের খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ট্রান্স ফ্যাট বেশি থাকে, যা শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ায়। তার বদলে বেশি করে

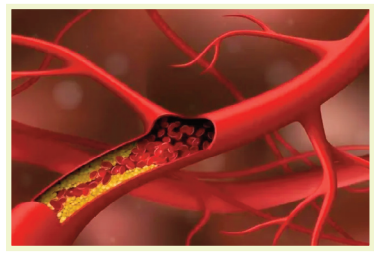

শাকসবজি, ফল, ডাল, ওটস, ব্রাউন রাইস ও আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে। আঁশ বা ফাইবার শরীর থেকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল বের করে দিতে সাহায্য করে।বাদাম, আখরোট, কাজু, কাঠবাদাম কিংবা ফ্ল্যাক্স সিডের মতো খাবারও উপকারী। এগুলিতে ভাল ফ্যাট থাকে, যা হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন মাছ খাওয়ার পরামর্শও দেন চিকিৎসকেরা। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য ভাল।শুধু খাবার নয়, নিয়মিত শরীরচর্চাও খুব জরুরি। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, দৌড়, সাইকেল চালানো বা যোগব্যায়াম করলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত ফ্যাট কমতে শুরু করে। এতে ভাল কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বাড়ে এবং খারাপ কোলেস্টেরল ধীরে ধীরে কমে।ধূমপান ও অতিরিক্ত মদ্যপানও কোলেস্টেরল বৃদ্ধির বড় কারণ। তাই এই অভ্যাস থাকলে তা দ্রুত ছাড়ার চেষ্টা করা উচিত। পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ কমানোও খুব প্রয়োজন। কারণ অতিরিক্ত স্ট্রেস শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, যা কোলেস্টেরলের উপরও প্রভাব ফেলে।কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো জরুরি। অনেক সময় শরীরে কোনও লক্ষণ না থাকলেও কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে। তাই বয়স ৩০ পেরোলেই মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত। প্রয়োজন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-05-2026 19:01 Page 3

তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার রাজারহাটের তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্নীতি দমনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা কোনও অভিযুক্তকেই রেয়াত করা হবে না বলে সাফ বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের এই 'জিরো টলারেন্স' নীতির জেরেই এবার পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন রাজারহাট নিউটাউনের জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান রীতা গায়েন।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রীতা গায়েনের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। শাসকদলের জমানায় এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত এই নেত্রীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ছিল। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর থেকেই তিনি পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন। অবশেষে নিউটাউন থানার পুলিশ রীতিমতো অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ, রবিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগগুলোও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার রাতেই ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা ১৬ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে। তাঁর বিরুদ্ধেও তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে।কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলোর বিভিন্ন এলাকা থেকে আর্থিক দুর্নীতি ও ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছোট-বড় একাধিক বিদায়ী শাসকদলের নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।পুলিশি সূত্রের খবর অনুযায়ী, দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত সাত দিনে রাজ্যজুড়ে ৭০ জনেরও বেশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে তোলাবাজি, কাটমানি বা যেকোনও ধরনের আর্থিক দুর্নীতি ও হিংসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফলতায় জয়ের পথে বিজেপি প্রার্থী, উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মীদের

নয়া জামানা, ডায়মন্ডহারবার ঃ ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচনের ভোট গণনা। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশি নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে গণনা প্রক্রিয়া চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।১৩তম রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৮৭, ৩৬৭টি ভোট এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম প্রার্থীর থেকে ৫৮,২৩৪ ভোটে এগিয়ে আছেন।সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি পেয়েছেন ২৯,১৩৩টি ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুর রজ্জাক মোল্লা পেয়েছেন ৬, ৮৪৪টি ভোট এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান পেয়েছেন ৩,৮৭০টি ভোট।এর আগে একাদশ, দশম ও নবম রাউন্ডেও ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী। প্রতিটি রাউন্ডে তাঁর ভোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবধানও ক্রমাগত বেড়েছে বলে গণনা সূত্রে জানা গেছে।প্রথম রাউন্ড থেকেই বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে থাকেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ৯,৫৩৪টি ভোট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিএম প্রার্থী, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে কংগ্রেস ও তৃণমূল প্রার্থী।গণনা কেন্দ্র ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধুমাত্র অনুমোদিত প্রার্থী, গণনা এজেন্ট ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বাইরে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে।গণনা শুরুর আগে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে দলের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী থাকার কথা জানান। অন্যদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে গণনা সম্পন্ন করাই প্রধান লক্ষ্য।

বাইসনের তাণ্ডবে আহত ৩, আতঙ্কে গ্রামবাসী

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকে রবিবার ভোর থেকেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় দুইটি বুনো বাইসনের হানায়। বনাঞ্চল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া ওই দুই বাইসনের তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি একটি গরুর মৃত্যুর খবরও মিলেছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বনদপ্তর, পুলিশ এবং ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড যৌথভাবে উদ্ধার ও নজরদারি অভিযান চালাচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালেই ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বীনাপানি ও পাইকারপাড়া এলাকায় প্রথম দেখা যায় বাইসন দুটিকে। অনুমান করা হচ্ছে, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মোরাঘাট রেঞ্জ এবং সোনাখালী জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা থেকে খাবারের খোঁজে কিংবা পথ ভুল করে লোকালয়ে চলে আসে ওই বুনো প্রাণীগুলি। সকালে বহু মানুষ যখন প্রাতঃভ্রমণ কিংবা দৈনন্দিন কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন, তখনই আচমকা বাইসন দুটিকে এলাকায় ছোটাছুটি করতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাইসনের হামলায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন গোপাল ঘোষ (৬৭), সুনীল রায় (৫১) এবং এক শিশু জয়জিৎ সরকার (৬)। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাইসন দুটির আচরণ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠায় সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। গুরুতর জখম হন গোপাল ঘোষ। পরে বনকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত অন্যদেরও প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু মানুষই নয়, বাইসনের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গবাদি পশুও। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও কয়েকটি পশু আহত হয়েছে। ফলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে।

অনেকে ঘর থেকে বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড, মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মী এবং ধূপগুড়ি ও ডাউকিমারি আউটপোস্টের পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে গোটা এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বনদপ্তরের তরফে বাইসন দুটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তবে ঘন জনবসতি এবং মানুষের ভিড় থাকায় অভিযান চালাতে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বনকর্মীদের। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়োজনে ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করার প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যেখানে নিশ্চিতভাবে বাইসন দুটিকে লক্ষ্য করে ট্রাঙ্কুলাইজ করা সম্ভব। কারণ, বাইসন দুটি ক্রমাগত এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে এবং মাঝেমধ্যেই জনবসতির ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ফলে যেকোনও ভুল পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।এদিকে বাইসনের হানার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন। বারবার মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

তৃণমূল পার্টিটা আগামী দিনে থাকবে না ঃ সুকান্ত

বাবলুর রহমান, নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ সফরে এসে রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ, বিরোধী রাজনীতির সমীকরণ এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এদিন সরব হতে দেখা যায় তাঁকে। তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তৃণমূল পার্টিটা আগামী দিনে থাকবে না, এই ইঙ্গিতই এখন দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে দলটার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি কটাক্ষ করে বলেন, পুষ্পা পালিয়ে গেছে দোকান থেকে, এবার দেখার বিষয় পুষ্পার বস কবে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালায়। সম্প্রতি এক কেন্দ্রে বামেদের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,৪ সেখানে তৃণমূল কার্যত লড়াইয়ে ছিল না বলেই বামেদের দিকে ভোট সরে গিয়েছে। যদিও এখনই বামেরা প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে উঠছে, এমন সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল যদি নিজেদের এলাকা ধরে রাখতে না পারে, তাহলে অন্য কেউ সেই জায়গা নেবেই। তবে আগামী দিনে বাংলার মানুষ যাকে বিরোধী দল হিসেবে চাইবে, সেই দলই উঠে আসবে। একইসঙ্গে বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়েও আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর গলায়। সুকান্ত মজুমদার বলেন, বাংলার মানুষ আগামী ২০-২৫ বছর বিজেপিকেই ক্ষমতায় রাখতে চাইছে, সেটাই এখন মূল বিষয়।এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জাহাঙ্গীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে জাহাঙ্গীর বলুন, ঔরঙ্গজেব বলুন, বাবর বলুন, হুমায়ুন বলুন বা আকবর বলুন কেউ আর বাঁচাতে পারবে না। তৃণমূল শেষ। জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গেও কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর কথায়। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর কথাকে অতটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি কখন কী বলবেন বা করবেন, তা তাঁর দলের লোকেরাই বুঝতে পারেন না। একইসঙ্গে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর এখন খুব গরম লাগছে, তাই চার-পাঁচ দিনের জন্য ফরেন ট্যুরে গিয়ে ঘুরে আসা উচিত। তারপর ফিরে এসে কুল হয়ে কথা বলবেন। অন্যদিকে, কোরবানি ও আইন মানা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সুকান্ত মজুমদার বলেন, আইন ও নিয়মের সম্মান সবাইকে করতেই হবে। যারা নিজেরা সম্মান করবে তাদের জন্য ভালো, আর যদি না করে তাহলে সরকার ও প্রশাসন তাদের আইন মানতে শেখাবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-05-2026 19:01 Page 4

ঝাড়গ্রামের রাজপুত রাজাদের প্রাসাদে

আজও লুকিয়ে মুঘল যুগের স্মৃতি

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িকে বহুবার দেখা গিয়েছে বাংলা রুপোলি পর্দায়। 'বাঘবন্দি খেলা'য় এটি ছিল ভবেশ বাড়ুজ্জের বাড়ি, আবার 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে সূর্যকিশোর নাগচৌধুরীর প্রাসাদ হিসেবে এটিকেই দেখেছি আমরা। শুটিং-এর প্রয়োজনে উত্তমকুমার এবং বাকিরা গিয়ে রাজবাড়ির আউটহাউজে উঠেছিলেন। আরও বেশ কিছু সিনেমা এবং টিভি ধারাবাহিকে দেখা গেছে এই প্রাসাদের একতলা, সিংহদুয়ার আর বাগান। দোতলায় সাধারণত কোনো শুটিং-এর অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে একবারই মাত্র সেই প্রথা ভাঙা হয়েছিল। সন্দীপ রায় তাঁর 'টিনটোরেটোর যিশু'-র শুটিং-এ সমস্ত বাড়িটাই কাজে লাগিযে .ছিলেন ।পর্যটকদের কাছে ঝাড়গ্রাম শহরের সবথেকে জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান এই প্রাসাদটি। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির ইতিহাস খ ুঁজতে গেলে অবশ্য সেই মুঘল যুগে পিছিয়ে যেতে হবে। ১৫৭০ সাল নাগাদ দিল্লির সম্রাট আকবরের নির্দেশে বাংলায় আসেন রাজপুতানার বীর যোদ্ধা সর্বেশ্বর সিং চৌহান। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে তখন শাসন করতেন মাল রাজারা। তাঁদের রাজ্য ছিল জঙ্গলে ভর্তি। রাজ্যের নাম ছিল ঝাড়িখন্ড। সর্বেশ্বর সিং চৌহান পদাতিক আর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মাল রাজাকে উচ্ছেদ করে মল্লদেব উপাধি ধারণ করলেন, আর প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন রাজবংশের। রাজধানী হল ঝাড়গ্রাম। তারপর চার শতাব্দী ধরে তাঁর বংশের ১৮ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন। ঝাড়গ্রামের পুরোনো রাজবাড়ি গড়ে উঠেছিল মোটামুটি ৩৫০ বছর আগে। এখন সেটি রয়েছে নতুন রাজবাড়ি আর গেস্ট হাউজের পেছনে। এই পুরোনো ভবনটি পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয়। নতুন রাজবাড়িটি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নকশায় বানানো শুরু হয়েছিল ১৯২২ সালে। শেষ হয় ১৯৩১ সালে। এর স্থাপত্যে রয়েছে ইটালিয়ান এবং ইসলামিক রীতির মিশ্রণ। প্রধান ফটক পেরিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকলেই প্রথমে চোখে পড়বে অসাধারণ মনোরম বাগান আর অন্যবদ্য সুন্দর ফোয়ারা। অতিথির জন্য বাঁয়ে রয়েছে আউটহাউজ। একসময়ে সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করছেন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল উইলিংডন, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, কিংবদন্তী অভিনেতা উত্তমকুমার, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা। রাজপরিবারের সদস্যরা এখনও প্রাসাদে থাকেন।

প্রাসাদের একতলা এখন হেরিটেজে পরিবর্তিত হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের যৌথ উদ্যোগে তা পরিচালিত হয়। রাজবংশের কুলদেবতা রাধারমণ মন্দিরে আছে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। আর শিবের মন্দিরে ডম্বরুধর মহাদেব শোভা পাচ্ছেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িকে বহুবার দেখা গিয়েছে বাংলা রুপোলি পর্দায়। 'বাঘবন্দি খেলা'য় এটি ছিল ভবেশ বাড়ুজ্জের বাড়ি, আবার 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে সূর্যকিশোর নাগচৌধুরীর প্রাসাদ হিসেবে এটিকেই দেখেছি আমরা। শুটিং-এর প্রয়োজনে উত্তমকুমার এবং বাকিরা গিয়ে রাজবাড়ির আউটহাউজে উঠেছিলেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।